আমাদের আক্বীদা ও মানহাজ

‘একটি পথ প্রদর্শনকারী কিতাব ও একটি সাহায্যকারী তরবারি’

হে তাওহীদে বিশ্বাসী ভাই!

আমরা এখানে আমাদের আক্বীদা ও মানহাজ নিয়ে আলোচনা করবো। আপনি স্মরণ রাখবেন, এগুলো শুধু কলম থেকে ঝরা কিছু কালি কিংবা মুখ-নিঃসৃত কিছু বুলি নয়।

এটি আমাদের আক্বীদা, যা আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করি, অন্তর দ্বারা অনুভব করি, যার জন্য আমরা নিজেদের রক্ত ঝরাই এবং আমাদের জীবন উৎসর্গ করি।

এটি আমাদের মানহাজ, যার উপর আমরা নিজেরা চলি, যার কথা আমরা অন্যকে বলি। এটি ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত এবং জিহাদের খুন দ্বারা রঞ্জিত একটি মানহাজ।

এই আক্বীদা ও মানহাজের ভিত্তিতেই আমরা একত্রিত হয়েছি, এর ভিত্তিতেই আমরা তাওহীদ ও জিহাদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছি।

এর প্রতিটি বিষয়কে আপনি গুরুত্ব দেবেন; সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবেন। এর আলোকে নিজ জীবন গঠন করবেন। এই কামনায়-

- উম্মাহর খেদমতে নিয়োজিত আপনার ভাইয়েরা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. أمابعد!

আমাদের আক্বীদা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

- আমরা বিশ্বাস করি এবং সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবচেয়ে বড় ও মহান। তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।
- আমরা সাক্ষ্য দিই, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই (**لا إله إلا الله**)। তাওহীদের বাণী (**لا إله إلا الله**) যা কিছু দাবি করে, আল্লাহর জন্য আমরা তা-ই সাব্যস্ত করি। আমরা তাঁর সঙ্গে শিরক করি না। যে সকল বাতিল মাবূদ বা তাগূতকে মানুষ ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা সেই সকল তাগুতকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ করি এবং তাদের থেকে নিজেদের 'বারাআত' ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দিই।
- আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয়, আল্লাহর বিধানের বিপরীত যত কিছুর আনুগত্য করা হয় এবং সে তাতে অসন্তুষ্ট নয়, অথবা যে আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নিজের আনুগত্যের আহ্বান করে, তার সবই তাগুত ও বাতিল মাবূদ বলে বিশ্বাস করি।

  তাগুত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন:

  ১. শয়তান।

  ২. গায়েবের ইলমের দাবীদার।

  ৩. আল্লাহ ব্যতীত যত কিছুর ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে যত কিছুর আনুগত্য করা হয়; হোক তা আইন ও বিধান, মূর্তি ও পাথর, মানুষ কিংবা অন্য কিছু।

  ৪. আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন ও বিধানদাতা।

  ৫. যেসব বিচারক আল্লাহর বিধানের বিপরীতে মানবরচিত বিধানকে বিচারকার্যের ভিত্তি ও মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

  তাগুতকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ (কুফর বিত-তাগুত) না করে আল্লাহর উপর ঈমান (ঈমান বিল্লাহ), ঈমান হিসেবে সাব্যস্ত হয় না এবং তা দ্বারা মুমিন হওয়া যায় না।
- আমরা বিশ্বাস করি,

  ক. তাগুতের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালবাসাকে কুফরী ও বাতিল বলে জানা; খ. তাদের ইবাদত, আনুগত্য, অনুসরণ ও ভালোবাসা পরিত্যাগ করা; গ. তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা এবং ঘ. তাদেরকে ঘৃণা করা ব্যতীত যথাযথভাবে

‘কুফর বিত-তাগুত’ (তাগুতকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ) সাব্যস্ত হয় না। এর সবই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

- আমরা বিশ্বাস করি- আল্লাহ তা’আলাই সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র তিনি; শুরু-শেষ সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনিই সকল কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই শুরু, তিনিই শেষ; তিনিই জাহির (প্রকাশ্য), তিনিই বাতিন (গোপন)।
- মহান আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস করি, রব হিসেবে আল্লাহর কার্যাবলীতে, যেমন: সৃষ্টি, প্রতিপালন, রিযিক প্রদান, জীবন ও মৃত্যু দান, একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার, বিশ্বজগত পরিচালনা, আইন ও বিধান প্রদান, সার্বভৌমত্বের অধিকার, হালাল-হারাম নির্ধারণ, তাকদিরের ভালো-মন্দ নির্ধারণ, বিপদ হতে মুক্তি দান, সন্তান দান, গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান- ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় (তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ) মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যায় না।
- আমরা আরো বিশ্বাস করি- ইবাদত তথা রুকু, সিজদা, দোয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা (ইস্তেগাসাহ), কুরবানী, নযর-মান্নত ইত্যাদিকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর অধিকার বলে মেনে না নিলে যেমন মুমিন হওয়া যায় না, তেমনি মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, সিয়াসাত ও রাষ্ট্র পরিচালনা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহ তায়ালাকে মেনে না নিলেও মুমিন হওয়া যায় না। এগুলো ‘তাওহীদ ফিল-ইবাদাহ’, ‘তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ’ ও ‘তাওহীদ ফিততাআহ’র অংশ।
- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা’আলার যে নাম ও সিফাতসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা হল- সেগুলো তাঁর শান অনুযায়ী বিদ্যমান, কোন মাখলুকের মতো নয়। আমরা আল্লাহ তা’আলার এই সিফাতগুলোকে মুশাব্বিহা ফেরকার মতো কোন মাখলুকের সদৃশ মনে করি না এবং মুয়াত্তিলা ফেরকার মতো তাঁর কোন সিফাতকে অস্বীকারও করি না।
- ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র দু’টি ভাগ- নফী ও ইসবাত তথা ‘কুফর বিত-তাগুত; ও ‘ঈমান বিল্লাহ’-এর কোনটিতে কোন প্রকার শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- আমরা বিশ্বাস করি- ক. এই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র যথাযথ ইলম (জ্ঞান) রাখা, খ. এতে ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখা, গ. অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে কবুল (গ্রহণ) করা, ঘ. মুখে ইকরার (স্বীকার) করা, ঙ. ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর’-এর ‘নাওয়াকেয’ অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গকারী কাজে লিপ্ত না হওয়া, চ. এই কালেমার উপর আমৃত্যু টিকে থাকা, যে কোন ব্যক্তির মুসলমান থাকার জন্য জরুরী।

সম্মানিত ফেরেশতাগণ

- আমরা সম্মানিত ফেরেশতাগণের উপর ঈমান রাখি। আমরা বিশ্বাস করি, সকল ফেরেশতা আল্লাহর সম্মানিত মাখলূক। আল্লাহ তা’আলা তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তাঁরা তার অবাধ্য হন না। যে নির্দেশ তাঁদেরকে দেয়া হয় তাঁরা তাই বাস্তবায়ন করেন।
- ফেরেশতাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ। তাদের প্রতি শত্রুতা কুফরির অন্তর্ভুক্ত।

কিতাবুল্লাহ

- আমরা বিশ্বাস করি, আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং তাঁর নিজের কালাম বা কথা। কুরআনে কারীমের শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেভাবে পাঠিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই এসেছে এবং আজ পর্যন্ত হুবহু সেভাবেই সংরক্ষিত আছে। তার একটি নুকতাও পরিবর্তন হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে না। কুরআনের যথাযথ সম্মান করা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা জরুরী।
- আমরা পূর্ববর্তী নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) উপর যে সকল কিতাব ও সহীফা নাযিল হয়েছিল তার প্রতিও বিশ্বাস রাখি। একই সঙ্গে বিশ্বাস রাখি- সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নুবুওয়াতের মাধ্যমে ঐ সকল কিতাব ও সহীফা রহিত হয়ে গেছে।
- দ্বীন ইসলাম গ্রহণ না করে পূর্ববর্তী নবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) কিতাব- তাওরাত কিংবা ইঞ্জীল (অবিকৃত হলেও) [যদিও বর্তমান পৃথিবীতে অবিকৃত তাওরাত বা ইঞ্জীল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়] অনুসরণ করেও কেউ মুমিন হতে পারবে না। তারা নিশ্চিত জাহান্নামী হবে। তাদের সবাইকে আমরা সুস্পষ্ট কাফের মনে করি। তাদেরকে কাফের বলতে আমরা কোন প্রকার দ্বিধা করি না।

সম্মানিত নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম)

- আমরা আল্লাহ তা'আলার সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান রাখি। তাঁদের সর্বপ্রথম হলেন সায়্যিদুনা আদম (আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম)। সর্বশেষ হলেন সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।
- আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রেরণ করেছেন।
- আমরা নবী-রাসুলগণের (আলাইহিমুস সালাম) প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের পরস্পরের মাঝে কোন পার্থক্য করি না। (অর্থাৎ ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানরা যেমন কারো প্রতি ঈমান রাখে আর কাউকে অস্বীকার করে- আমরা তা করি না)। এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা ব্যতীত একজনের উপর আরেকজনকে প্রাধান্য দিই না ।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

- আমরা বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষ ও জ্বীন সকলের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তিনি সায়্যিদুল মুরসালিন ও খাতামুন নাবিয়্যিন। তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। কোন যিল্লি বা ছায়া নবীও না। কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর নাযিল হওয়া বিধানই চূড়ান্ত বিধান। কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং তিনি শেষ নবীর শরীয়তের অনুসরণ করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়ত দ্বারা এই উম্মতকে পরিচালিত করবেন।

- আমরা বিশ্বাস করি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণ ও যথাযথ পালন করেছেন। তিনি ওহীর কোন অংশ গোপন করেননি কিংবা বিশেষভাবে কাউকে দিয়ে যাননি, যেমন শিয়াদের কতক গোষ্ঠী এবং কিছু ভ্রান্ত ও মুলহিদ সূফীবাদী ধারণা করে থাকে।
- দ্বীন হিসেবে তিনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।
- আমরা বিশ্বাস করি, তাঁর আনুগত্য আল্লাহর ভালবাসার পূর্বশর্ত এবং আমাদের সকল ইবাদত তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া জরুরী।
- তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য, অতীত ও ভবিষ্যতের যে সকল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা এবং নির্দ্বিধ মেনে নেয়া জরুরী। তবে তিনি গায়েবের যত সংবাদ দিয়েছেন তা আল্লাহর প্রেরিত ওহীর ভিত্তিতে দিয়েছেন। তিনি গায়েব জানতেন না। গায়বের ইলম একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন।
- আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসি এবং এই ভালোবাসাকে ঈমানের অংশ এবং রবের সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করি। আমরা আহলে বাইতকেও (নবী পরিবারের সকল সদস্য) ভালোবাসি। তাঁদের সম্মান করি।
- আমরা জীবনের সকল অঙ্গনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একমাত্র আদর্শ মনে করি। তাঁর আদর্শ ও শিক্ষার বিপরীতে অন্য যে কোন নেতা, দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানীর শিক্ষা ও আদর্শকে উত্তম মনে করা কুফরী জ্ঞান করি- যা বর্তমান যুগের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদি, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দল; সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি অঙ্গনে করে থাকে।
- ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন, আইন-আদালত ও বিচারকার্যসহ সকল ক্ষেত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী পরিচালনা করা এবং তা নিঃসংঙ্কোচ মেনে নেয়া ঈমানের অংশ মনে করি।

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম)

- আমরা সকল সাহাবায়ে কেরামকে (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) ভালবাসি, তাঁদের সকলের প্রতি সুধারনা পোষণ করি। তাঁরা সকলেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। আমরা তাঁদের ব্যাপারে ভাল ব্যতীত অন্য কিছু বলি না।
- তাঁদেরকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ, তাঁদের সাথে শত্রুতা রাখা মুনাফিকী।
- তাঁদের জীবনকেই আমরা আদর্শ জীবন মনে করি। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক- যে কোন সমস্যার সমাধানে তাঁরা যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছেন, সেটাকে আমরা অন্য যে কোন যুগের যে কোন দল বা ব্যক্তির গৃহীত কর্মপদ্ধতির উপর অগ্রগণ্য মনে করি।
- তাঁদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারে আমরা নীরবতা অবলম্বন করি। আমরা মনে করি, এ সকল মতভেদের ক্ষেত্রে তাঁরা ইজতিহাদের ভিত্তিতে দলীলের আলোকে যা সঠিক মনে করেছেন, তার উপর আমল করেছেন। কেউই প্রবৃত্তির অনুসরণ করেননি।
- একইভাবে তাঁদের যথাযথ অনুসরণকারী তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনকেও (রাহিমাহুমুল্লাহু জামিয়া) আমরা অনুসরণযোগ্য মনে করি। বিভিন্ন বিদআতি ফিরকা ও মতবাদের (যেমন: খারেজী, মুরজিয়া ইত্যাদি) মোকাবেলায় আমরা তাঁদের অনুসরণ করি।

তাক্বদীর

- আমরা বিশ্বাস রাখি তাক্বদীরের উপর, এর ভালো ও মন্দের উপর এবং এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না।
- তাক্বদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। বান্দার সকল কাজ তিনি আগে থেকেই জানেন এবং লিখে রেখেছেন। সেই লেখা অনুযায়ী সব কিছু সংগঠিত হয়; ন্যূনতম ব্যত্যয় ঘটার অবকাশ নেই।
- বান্দার সকল কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। এক্ষেত্রে আমরা জাবরিয়া ফেরকার বাড়াবাড়ি প্রত্যাখ্যান করি, যারা বান্দাকে কোন কাজের জন্য দায়ী মনে করে না। আবার ক্বাদরিয়াদের মতো এটাও বলি না যে, বান্দার কাজের স্রষ্টা সে নিজেই। এক্ষেত্রেও আমরা দুই ফেরকার মাঝামাঝি আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ'র আক্বীদা পোষণ করি।

কবরের আযাব ও সওয়াল-জওয়াব

- আমরা বিশ্বাস রাখি, কবরে মুনকার-নাকির দু'জন ফেরেশতা; রব, দ্বীন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।
- আমরা বিশ্বাস রাখি, কবরের আযাব সত্য। আল্লাহ তা'আলা সকল কাফেরকে এবং কতক গুনাহগার মুমিনকে কবরে শাস্তি প্রদান করবেন, আবার অনেক গুনাহগার মুমিনকে শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন। একইভাবে তিনি নেক বান্দার জন্য কবরে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করবেন।

কেয়ামত

- আমরা বিশ্বাস করি কেয়ামতের নিদর্শন সমূহের উপর, যা কুরআনে কারীমে এসেছে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে বর্ণনা করেছেন।
- কেয়ামতের পূর্বে আল-মাহদীর আগমন ঘটবে এবং কেয়ামতের পূর্বে দাজ্জালেরও আবির্ভাব হবে।
- কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের অনুসারী হয়ে আবার অবতরণ করবেন। পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, খ্রিস্টানদের মিথ্যা ও হঠকারি ধর্মবিশ্বাসকে বাতিল সাব্যস্ত করবেন, তাদের ক্রুশ ধ্বংস করে দেবেন এবং জিজিয়ার বিধান তুলে দেবেন।
- কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় নবুওয়াতের আদলে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।
- কেয়ামত সংঘঠিত হবে এবং ইহজগতের সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

পুনরুত্থান ও আখিরাত

- আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পর সকল প্রাণীকে পুনরায় জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন।

- হাশরের ময়দানে বিচার দিবস কায়েম হবে এবং আল্লাহ সকলের হিসাব নিবেন।
- হাশরের ময়দানে বান্দার আমল ওজন করার জন্য মিজান (পাল্লা) স্থাপন করা হবে; হাউজে কাউছার থাকবে এবং জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপিত হবে।
- জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য; জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাব সত্য, যেমন কুরআন-হাদীসে তার বিবরণ এসেছে।

শাফাআত

- আমরা বিশ্বাস করি, তাওহীদের অনুসারী যে সকল মুমিন গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে, আম্বিয়া, শুহাদা ও সালেহীনদের সুপারিশে তারা একসময় জান্নাতে প্রবেশ করবে।
- এই সুপারিশের অধিকার তাঁরাই পাবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করবেন এবং সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন।
- আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মাকামে মাহমূদে' অধিষ্ঠিত করবেন। তিনি বিচারের জন্য আ'ম শাফাআত করবেন এবং মুমিনদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য খাছ শাফাআত করবেন।

শিরক

- আমরা বিশ্বাস করি, শিরক হচ্ছে তাওহীদের বিপরীত।
- ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে শিরক বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন:

  ১. 'শিরক ফির-রুবূবিয়্যাহ্': রব হিসেবে আল্লাহর কার্যাবলী, যেমন: সৃষ্টি, প্রতিপালন, রিযিক প্রদান, জীবন ও মৃত্যু দান, একচ্ছত্র মালিকানার অধিকার, বিশ্বজগত পরিচালনা, আইন ও বিধান প্রদান, সার্বভৌমত্বের অধিকার, হালাল-হারাম নির্ধারণ, ভালো-মন্দ নির্ধারণ, বিপদ হতে মুক্তি দান, সন্তান দান, গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞান- ইত্যাদি কোন বিষয়ে মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা 'শিরক ফির-রুবূবিয়্যাহ্' তথা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শিরক।

  ২. 'শিরক ফিল-উলূহিয়্যাহ্':

  ক. ইবাদত তথা সিজদা, দোয়া, বিপদমুক্তির প্রার্থনা (ইস্তেগাসাহ), কুরবানী, নযর-মান্নত ইত্যাদিতে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা 'শিরক ফিল-উলূহিয়্যাহ্' তথা মহান আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শিরক।

  খ. এমনিভাবে মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, সিয়াসাত ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতো ইহজাগতিক বিষয়াশয়ে আল্লাহ তায়ালার বিধানের বিপরীতে অন্য কাউকে আনুগত্যের হকদার মনে করাও শিরক ফিল উলূহিয়্যাহ।

  ৩. 'শিরক ফিল-আসমা ওয়াস-সিফাত': পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'তে আল্লাহ তা'আলার যে নাম ও সিফাতসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেই নাম ও সিফাতগুলোর মধ্যে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোতে অন্য কাউকে শরীক করা 'শিরক ফিল-আসমা ওয়াস-সিফাত' তথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে শিরক।

- আমরা আরো বিশ্বাস করি, বিধানের দিক থেকে শিরক দুই প্রকার:
  ১. 'শিরকে আকবার' তথা বড় শিরক, যার দ্বারা একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।
  ২. 'শিরকে আসগার' তথা ছোট শিরক, যার দ্বারা একজন মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয় না। তবে যে কোন ছোট শিরকও অনেক বড় গুনাহ এবং মৌলিকভাবে শিরক অন্যান্য কবিরা গুনাহ থেকেও জঘন্য।

কুফর ও নাওয়াকিযুল ঈমান (ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ)

- ঈমান যেমন কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত; কুফরও তেমনি কথা, কাজ ও বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত।
- শিরকের মতো বিধানের দিক থেকে কুফরও দুই প্রকার:
  ১. কুফরে আকবার তথা বড় কুফর, যার দ্বারা একজন মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায়।
  ২. কুফরে আসগার তথা ছোট কুফর, যার দ্বারা একজন মুমিন ঈমান থেকে বের হয় না।
- বড় কুফর বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা-
  ১. (كفر العناد) তথা সত্য দ্বীন চেনার পরও জেনেশুনে একগুঁয়েমি বা জেদবশত তা গ্রহণ না করা।
  ২. (كفر الإنكار والتكذيب) তথা মুখে বা অন্তরে দ্বীন অথবা দ্বীনের অকাট্য কোন বিষয়কে অস্বীকার করা।
  ৩. (كفر الاستكبار) তথা সত্য দ্বীন চেনার পরও অহংকার বশত তা গ্রহণ না করা।
  ৪. (كفر الجحود) তথা অন্তরে সত্য চেনা ও বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুখে অস্বীকার করা।
  ৫. (كفر النفاق) মুখে মুখে সত্য দ্বীনকে স্বীকার করে অন্তরে কুফর লালন করা।
  ৬. (كفر الاستحلال) তথা শরীয়তের কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে হালাল মনে করা।
  ৭. (كفر الكره والبغض) তথা দ্বীন অথবা দ্বীনের কোন প্রমাণিত বিষয় অপছন্দ ও ঘৃণা করা।
  ৮. (كفر الطعن والإستهزاء) তথা দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা উপহাস করা কিংবা দ্বীনের কোন বিধানকে দোষারোপ করা।
  ৯. (كفر الإعراض) তথা দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোও না জানা, না শিখা কিংবা গ্রহণ না করা। যেমন- জন্মসূত্রে মুসলিম কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা কোন দিন তাকে ঈমান-ইসলাম শিখায়নি, সে নিজেও তা শিখেনি।
- এমন কিছু কাজ আছে, যেগুলোকে শরীয়ত বড় কুফর সাব্যস্ত করেছে এবং সেটি কুফর হওয়ার জন্য তা হালাল মনে করা কিংবা রদ্ তথা শরয়ী বিধান প্রত্যাখ্যান করার শর্ত আরোপ করেনি। যেমন:
  - সূর্য বা কোন প্রতিমার সিজদা করা।
  - আল্লাহ, দ্বীন বা কোন নবী-রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) অবমাননা করা।
  - দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। ইত্যাদি ইত্যাদি ... ।

  এসকল বড় কুফরের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়, যদিও সে একে হালাল মনে না করে, বরং নাজায়েয ও হারাম মনে করে।

- আমরা বিশ্বাস করি, নিম্নোক্ত প্রতিটি কর্ম কুফর ও শিরকে আকবার-

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্বে অন্য কাউকে শরীক করা।

২. ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী, যেমন ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ বা এরকম অন্য কোন অকাট্য কাফেরকে কাফের মনে না করা, তাদেরকে পরকালে নাজাতপ্রাপ্ত বা জান্নাতি মনে করা কিংবা তাদের ধর্মকে ভ্রান্ত মনে না করা কিংবা ভ্রান্তির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় রাখা।

৩. সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের কোন বিধানকে অনুপযোগী মনে করা।

৪. এই শরীয়তের কোন বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীন, আদর্শ বা বিধানকে সমাধান ও সফলতার উপায় মনে করা, শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, যুক্তিযুক্ত, অধিক পরিপূর্ণ বা সমকক্ষ মনে করা।

৫. শরীয়তের কোন বিধানকে ঘৃণা করা।

৬. শরীয়তের কোন বিধান নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা।

৭. শিরক-কুফর মিশ্রিত জাদু করা।

৮. ইসলামের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের-মুশরেকদেরকে সাহায্য করা।

৯. এই শরীয়তকে পরিপূর্ণ মনে না করা, এর মধ্যে কিছু যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ আছে মনে করা।

১০. দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকা অর্থাৎ ঈমানদার হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোও না জানা, না শিখা কিংবা গ্রহণ না করা। যেমন- জন্মসূত্রে মুসলিম কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা কোন দিন তাকে ঈমান-ইসলাম শিখায়নি, সে নিজেও তা শিখেনি।

এমনসব 'নাওয়াক্বিযুল ঈমান' তথা ঈমান ভঙ্গকারী কর্মের কোন একটাতে লিপ্ত হলে ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

- "কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কাফের হবে না, যতক্ষণ না সে তার অন্তর দিয়ে অস্বীকার করে"- এই কথাটি নব-উদ্ভাবিত একটি বিদআত।
- যুগের মুরজিয়া ও জাহমিয়া ফেরকার আকীদা থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করি, যারা বিশ্বাস করে- 'কুফর শুধু অন্তর দিয়ে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাঝেই সীমাবদ্ধ; অন্তরে আকীদা-বিশ্বাস দুরস্ত থাকলে কথা-কাজের দ্বারা কখনও কাফের হয় না।'

নিফাক

- আমরা বিশ্বাস করি, মুনাফিকরা কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা দোযখের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ স্তরে থাকবে।
- আমরা আরো বিশ্বাস করি, নিফাক দুই প্রকার-

  ১. নিফাকে ই'তিকাদী বা আকীদা-বিশ্বাসগত নিফাক। এটা বড় নিফাক।

  ২. নিফাকে আমলী তথা কর্মগত নিফাক। এটা ছোট নিফাক

  ১. নিফাকে ই'তিকাদী বা বড় নিফাক: এতে মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কুফর গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে দ্বীন থেকে বের করে দেয়।

  নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সবক'টি আক্বীদাগত তথা বড় নিফাক:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর আনীত শরীয়তের কোন বিষয় বা বিধানকে মিথ্যা জ্ঞান করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কিংবা তাঁর আনীত দ্বীনের কোন বিষয় বা বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।
- তাঁর আনীত দ্বীনের পতনে খুশী এবং এর বিজয়ে অখুশী হওয়া ও কষ্ট অনুভব করা- ইত্যাদি।

২. নিফাকে আমলী তথা ছোট নিফাক হল- অন্তরে ঈমান রাখার পাশাপাশি মুনাফিকদের মতো কাজে লিপ্ত হওয়া, যেগুলো কুফরে আকবার নয়। যেমন- বিবাদ হলেই গালি-গালাজ করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা ইত্যাদি। এ নিফাকীর ফলে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয় না, তবে এগুলো মারাত্মক গুনাহ।

কুফরী মতবাদ

- আমরা নিম্নোক্ত মতবাদসমূহকে এবং এগুলোর অনুরূপ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মতবাদকে সুস্পষ্ট কুফরী হিসাবে আখ্যায়িত করি-
  - গণতন্ত্র
  - সমাজতন্ত্র
  - জাতীয়তাবাদ
  - ধর্মনিরপেক্ষতা
  - মুক্তচিন্তা
  - অসাম্প্রদায়িক চেতনা

গণতন্ত্র (Democracy)

- গণতন্ত্র হল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসন-ব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের এবং এর প্রয়োগ ঘটে জনপ্রতিনিধিদের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। গণতন্ত্রে আল্লাহর শরীয়তের কোন মূল্য নেই। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যরা যে আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন করবে সেটাই আইন, সেটাই পালনীয়। আল্লাহর শরীয়ত কি বলে তা গণতন্ত্রে দেখার বিষয় নয়। গণতন্ত্রের ভিত্তি 'ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওলা' তথা 'রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ' নীতির উপর। তাই তাদের স্লোগান- 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার', 'রাষ্ট্রপ্ররিচালনায় ধর্মের কোন কর্তৃত্ব নেই' ইত্যাদি। জনগণ কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন। তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। হারামকে বৈধ করে, হালালকে বে-আইনি সাব্যস্ত করে, আল্লাহর বিধানকে কুফরি বিধানে পরিবর্তন করে। যেমন:

- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শাস্তি হাতকাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন।
- আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনকে বৈধ ও বাধ্যগত করা হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। গোটা অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে হালালকরণ।

- আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন, কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ ও বেআইনি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে হারামকরণ।

এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার। যেমন- কোন শাসক যদি আইন প্রবর্তন করে যে, 'আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে। চার রাকাআত পড়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'- তাহলে এমন শাসক নিশ্চিত কাফের। শরীয়তের বিধান তথা 'আসরের নামায চার রাকাত ফরয' স্বীকার করা সত্ত্বেও সে কাফের। যারা নামায পরিবর্তন করে তাদের, আর যারা যিনা, চুরি ইত্যাদির শরীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে, তাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান নেই। সকলেই কাফের ও মুরতাদ।

দ্বিতীয়ত এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর আইন পরিবর্তনের মতো তাদের এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার।

- শরীয়াহ বিরোধী আইনে সমর্থনকারী সংসদ সদস্য, যারা এই কুফরী আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তন করে, উক্ত আইনের রচয়িতা, যারা আইনের খসড়া প্রস্তুত করে এবং যারা উক্ত আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা সবাই কাফের।
- যেসব বিচারক শপথ করে এই কুফরি সংবিধানকে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে, তারাও কাফের।
- যেসব বাহিনী এই কুফরি সংবিধান রক্ষা ও বাস্তবায়নের শপথ করে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে, শরীয়াহ আইনপ্রার্থীদের শাস্তি প্রদান করে, তারাও কুফরে লিপ্ত।
- এই সংবিধানের কুফর-শিরক সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা সন্তুষ্টচিত্তে এর আনুগত্য করে, সমর্থন করে, প্রচার প্রসার করে এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে, তারাও কুফরে লিপ্ত।

উল্লেখ্য, শেষোক্ত দুই প্রকারের কুফরে লিপ্ত হলেই কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ এসব কুফরে লিপ্ত হওয়ার পরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفير তথা কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার কোনো প্রতিবন্ধক থাকতে পারে।

সমাজতন্ত্র (Socialism)

- সমাজতন্ত্র একটি বস্তুবাদি মতবাদ, যা সম্পূর্ণ নাস্তিকতার উপর গড়ে উঠেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহুদী কার্ল মার্কস (Karl Marx) ও তার সাহায্যকারী ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels)। সমগ্র মানব ইতিহাস ও কর্মকাণ্ডকে "শ্রেণী সংগ্রামের" নিরিখে দেখা, এ মতবাদের মূলনীতি হচ্ছে- আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, সকল নবী-রাসূলকে মিথ্যারোপ করা, সকল দ্বীনের সাথে কুফরী করা, ধর্মীয় সকল আকিদা ও তার নির্দেশিত আচরণকে অস্বীকার করা।

ধর্ম ও আচার-আখলাককে তারা অর্থনৈতিক ও জাগতিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে। এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলে আখ্যায়িত করেছে।

এ মতবাদ ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করে এবং সব কিছুকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি গণ্য করে। এটি একটি কুফরী মতবাদ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই অবগত।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

- আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে বিভক্ত করেছেন ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে। সকল ঈমানদার-মুসলমান এক জাতি, আর সকল কাফের-অমুসলিম এক জাতি। মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, যে জাতি-গোষ্ঠী ও রঙ-বর্ণেরই হোক, যে ভাষাতেই কথা বলুক- তারা পরস্পর ভাই ভাই। তারা পরস্পর ঈমানী বন্ধন ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। তাদের পরস্পর মহব্বত, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যক। একে অপরকে নুসরত করা, হেফাজত করা, কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করা, তাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা করা জরুরি। অপরদিকে অমুসলিমকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সর্বোচ্চ তার সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে মানবিক সহমর্মিতা ও সদাচারের সুযোগ রয়েছে। মোটকথা, ইসলামে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' (শত্রুতা-মিত্রতা) ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। একে যদি জাতীয়তাবাদ বলা হয়, তাহলে ইসলাম এ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দেয়। একে বলা যেতে পারে ইসলামী জাতীয়তাবাদ, যার মূল ভিত্তি হবে ঈমান ও কুফর।

পক্ষান্তরে প্রচলিত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে। তাদের 'ওয়ালা-বারা' তথা মহব্বত-ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ঐক্য-অনৈক্য সব কিছু এসবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ঈমান ও কুফরে তফাৎ নেই। মুসলিম অমুসলিমের কোন পার্থক্য নেই। মুসলমান-কাফের, ইয়াহুদ-নাসারা, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ কারো মাঝে কোন ব্যবধান নেই। যতক্ষণ তারা এক দেশ, এক জাতি কিংবা এক ভাষাভাষী হবে, ততক্ষণ তাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাদের সাহায্য-সহায়তা করতে হবে, ন্যায়-অন্যায় সব কিছুতেই তাদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে। তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রচলন, ইচ্ছা-অভিলাস, খাহেশ-প্রবৃত্তি সব কিছুকেই সংরক্ষণ করতে হবে। তা সঙ্গত কি অসঙ্গত, শরীয়তসম্মত কি শরীয়তবিরোধী, এসব দেখার সুযোগ নেই। এভাবে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তিত হচ্ছে; হারাম হালাল হচ্ছে, হালাল হারাম হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের মূল উদ্দেশ্য, পৃথিবী থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের শাসন ও কর্তৃত্ব মুছে ফেলা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের ঐক্য ও একতা বিলুপ্ত করে তাদেরকে পরস্পর বিদ্বেষী কতগুলো দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে পরিণত করা। জাতীয়তাবাদের আড়ালে পশ্চিমারা এ কাজটিই করতে সক্ষম হয়েছে। দেশ, জাতি, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা, রঙ, বর্ণ ও সংস্কৃতি- যেখানে যেটা সুবিধা মনে করেছে, সেটাকেই পুঁজি করে এক ও ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে শতধা বিভক্ত করে দিয়েছে। সৌহার্দ্য-ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে বাকি সমগ্র উম্মাহ থেকে বে-খবর বরং তাদের দুশমনে পরিণত করেছে। ফলত মুসলিম জাতি পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির পরিবর্তে একে অপরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জাতীয়তাবাদ ইসলামের বিপরীতে নব-উদ্ভাবিত এক কুফরী মতবাদ। যারা এই মতবাদের প্রবর্তক, প্রচারক, ভক্ত; এর জন্য জীবন দেয়- তারা কুফরী কাজে লিপ্ত বলে আমরা মনে করি।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)

- 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' অর্থ- 'কোন ধর্মের পক্ষে নয়'। অর্থাৎ, সকল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। "Secularism" (সেক্যুলারিজম) এমন একটি মতবাদ, যার মূলকথা হচ্ছে- রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে, যাতে বলা হয়: মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো- বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো- কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। এক কথায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতার সমার্থক।

  ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় জীবনেও হতে পারে, ব্যক্তি-কেন্দ্রিকও হতে পারে। কোন রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ- তার শাসনব্যবস্থা ধর্মের আওতামুক্ত। ধর্মের সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক নেই এবং এসবের সাথে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের সামান্য কিছু অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মকে রাষ্ট্রীয় জীবনে টেনে আনা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" শ্লোগানটি দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য।

  আর কোন ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ, উপরোক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়া। এই বিশ্বাস লালন করে কেউ মুসলিম থাকতে পারে না।

  উল্লেখ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চলবে, তবে অন্যান্য ধর্মও তাতে শান্তিতে পালন করা যাবে, যেমনটা কেউ কেউ মনে করে থাকে। এটা চরম অজ্ঞতা। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবর্তক ও ধারক-বাহকসহ কোনো নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষের নিকটই ধর্মনিরপেক্ষতার এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।

- মানব জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে- রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক বা ব্যক্তিজীবনে- ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরা কুফরী মনে করি। এ হচ্ছে কাফেরদের আবিষ্কৃত নতুন মতবাদসমূহের জঘন্যতম একটি মতবাদ। দ্বীন ইসলামে এর কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্র: ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক, সর্বত্রই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরীয়ত পরিচালকের আসনে থাকতে হবে। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ ইসলামী শরীয়ত।
  উল্লেখ্য, এ বিশ্বাসের পাশাপাশি শরীয়ত কাফেরদের যতটুকু অধিকার দিয়েছে, ততটুকু অধিকার দেয়া আমরা জরুরী মনে করি।
- যারা ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক, প্রচারক, এর জন্য লড়াই করে তারা সবাই কুফরে আকবারে লিপ্ত বলে আমরা মনে করি। কারণ তারা আল্লাহর দ্বীনের বিপরীতে নতুন একটি মতবাদকে বেছে নিয়েছে।

মুক্তচিন্তা

- মুক্তচিন্তার দর্শন ও মতবাদে; মানুষ মাত্রই যে কোনো বিষয়ে যে কোনো চিন্তা করার এবং যে কোনো মত প্রকাশের অধিকার রাখে। চাই তা দ্বীন-শরীয়তের বিরোধী; কুফর, শিরক, নাস্তিকতা যা-ই হোক না কেন। যেমন কেউ চাইলেই ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা, নাস্তিকতা গ্রহণ করা, যিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতার মতো নিকৃষ্টতম বিষয় গ্রহণ ও প্রচার

করার অধিকার রাখে বলে মুক্তচিন্তার ধারক-বাহকরা মনে করে। অথচ ইসলাম বলে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীয়তের নির্ধারিত সীমার ভিতরে থাকতে বাধ্য। কাজেই, মুক্তচিন্তা মতবাদ একটি সুস্পষ্ট কুফরে আকবার। এ মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি অবশ্যই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

- অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন; সকল ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফের-মুশরিক সকলকে সমান মনে করা হয়। ধর্মের কারণে ব্যবধান অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নিষিদ্ধ। তথাকথিত এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। ইসলামের 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' তথা 'মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব আর কাফেরদের সাথে দুশমনি' শিক্ষার বিরোধী। শরীয়ত মুসলমানদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি, ঐক্য ও নুসরত এবং কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ ও দুশমনির আদেশ দিয়েছে। মুসলমানদের উপর অমুসলিমের সব ধরনের কর্তৃত্ব নিষিদ্ধ করেছে। কোন কাফের কিছুতেই মুসলিমদের কর্তৃত্বের আসনে থাকতে পারে না। তাদের ইমাম, শাসক, আমীর বা বিচারক- কিছুই হতে পারে না। শরীয়ত বরং ইসলাম গ্রহণ না করলে, তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করত হীনতার সাথে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনালয়ও গৃহাভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখার আদেশ করেছে। এ সুযোগ গ্রহণ না করলে মুসলমানদের উপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয করেছে।
  পক্ষান্তরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা; এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতে কাফের-মুসলিম সবাই বরাবর। ইমাম, শাসক, আমীর বা বিচারক হওয়ার অধিকার মুসলমানদের যেমন আছে, সমভাবে কাফের-মুশরিকদেরও আছে। মুসলমানদের ঈদ যেমন প্রকাশ্যে হবে, হিন্দুদের পূজাও তেমনি প্রকাশ্যে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন যেমন তেলাওয়াত হবে, গীতা-ত্রিপিটকও তেমনি পাঠ হবে। কোন কিছুতে ধর্মের বাধা-নিষেধ টেনে আনা, ধর্মের কারণে ব্যবধান সৃষ্টি করা অসাম্প্রদায়িক চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাজেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা একটি ইসলামবিরোধী কুফরী চেতনা।

মডারেট ইসলাম

- বর্তমান যুগের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদিসহ পশ্চিমা অন্যান্য কুফরী মতাদর্শের সাথে দ্বীন ইসলামের সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টামূলক 'মর্ডানিস্ট' চিন্তাধারা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে দ্বীন ইসলামকে তরলায়িত করার চেষ্টাকে আমরা চরম গোমরাহী ও নিকৃষ্ট বিদআত বলে বিশ্বাস করি। যা অনেক ক্ষেত্রে ইলহাদ, যান্দাকাহ্ ও কুফর-শিরক পর্যন্ত গড়ায়।
  আল্লাহর মনোনীত এই দ্বীন কোন যুগের কোন মতাদর্শের আলোকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজন এমনকি তরলায়িতকরণেরও সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। অন্য সকল মতাদর্শ, চিন্তা ও রীতিনীতি দ্বীন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে পরিবর্তিত হবে; কিন্তু এই লক্ষ্যে দ্বীন ইসলামকে সালাফে সালেহীনের উপলব্ধির বাইরে একচুলও পরিবর্তন করা যাবে না। দ্বীন ইসলামকে তরলায়িত করে পশ্চিমা ও অন্যান্য কুফরী মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করত 'মডারেট' ইসলাম প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা মূলত কাফেরদের গভীর ষড়যন্ত্র। যারা এসকল নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত, তারা মূলত কাফেরদের নিয়োগ দেয়া এজেন্ট কিংবা তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা সঠিকভাবে দ্বীন ইসলামকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। কাফেরদের সাময়িক চাকচিক্য দেখে এই দ্বীনের ব্যাপারে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়েছে।

- তাকফীরের ক্ষেত্রে আমরা إفراط (চরমপন্থা) ও تفريط (শিথিলতা) উভয়টিকে পরিত্যাগ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাআহ'র মধ্যপন্থা অবলম্বন করি।
- আমরা খারেজীদের মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করি, যারা কবিরা গুনাহের কারণে মুসলিমদের তাকফীর করে। কোন মুসলমানকে আমরা কবিরা গুনাহের কারণে তাকফীর করি না, যতক্ষণ না সে গুনাহটিকে হালাল মনে করে অথবা তার থেকে ঈমান ভঙ্গের অন্য কোন কারণ প্রকাশ পায়।
- আমরা মুরজিয়াদের মাযহাবকেও অস্বীকার করি যারা বলে, 'অন্তরে ঈমান থাকলে কথা ও কাজের কারণে মানুষ কখনই কাফের হয় না।'

  উল্লেখ্য, বর্তমান আহলে সুন্নত দাবিদারদের অনেকে মুরজিয়াদের মতো আকীদা পোষণ করে থাকে যে- 'অন্তরে ঈমান থাকলে কথা ও কাজের কারণে মানুষ কখনই কাফের হয় না।' আমরা তাদের মাযহাব প্রত্যাখ্যান করি।

  আমরা বলি, আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে এমন কিছু কথা ও কাজ আছে, তা যদি কোন মুসলিম বলে বা করে, তাহলে সে কথা ও কাজ তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়, তার অন্তরে কি আছে সেটা দেখার বিষয় নয়। যেমন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়ে কটূক্তি, শরীয়তের কোন বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ইত্যাদি।
- তাহকীক ও সুনিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই তাড়াহুড়া করে কাউকে তাকফীর করা বা কারো উপর তাকফীরের বিধান প্রয়োগ করা (যেমন- মুরতাদস্বরূপ কতল করা), আমরা সঠিক মনে করি না। কারণ, তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মুসলমানকে হত্যা করা অতীব গুরুতর একটি বিষয়। ভুলক্রমে একজন মুসলিমের অন্যায় রক্তপাত অপেক্ষা, সংশয়ের কারণে কোন মুরতাদকে ছেড়ে দেয়া ক্ষুদ্রতর। একই সঙ্গে আমরা বিশ্বাস করি, সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত কোন কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে তাকফীর করা তথা তার কুফরের বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া জরুরি। সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ছাড়াই কোন মুসলমানকে তাকফীর করা যেমন গুরুতর, সুস্পষ্ট মুরতাদকে মুরতাদ ঘোষণা না করা এবং তার সাথে মুসলমানদের মতো আচরণ করাও তেমনি ক্ষতিকর। কেননা, এতে ঈমান কুফরের সীমারেখা মুছে যাওয়ার, অন্যান্য মুসলমান উক্ত কুফরকে কুফর মনে না করার এবং তাতে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়। এছাড়াও মুরতাদকে তাকফির না করলে, বিবাহ, তালাক, মিরাস, জানাযা, কাফন দাফনসহ শরীয়তের যে অসংখ্য মাসআলা রিদ্দাহ'র হুকুমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সব অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলোর ভুল প্রয়োগ হয়।
- আমরা বিশ্বাস করি (تكفير معيّن) তথা নির্দিষ্টভাবে কারো উপর কুফরের হুকুম প্রদানের পূর্বে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে, যেগুলো উক্ত ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ পাওয়া যেতে হবে এবং কিছু (موانع) তথা প্রতিবন্ধক রয়েছে, যেগুলো না পাওয়া যেতে হবে। হক্কানী বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামই উক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ সাপেক্ষে নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির উপর কুফরের হুকুম আরোপের যোগ্যতা রাখেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাদের অনুসরণ করা জরুরি।

  যেমন, শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন কিংবা সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা কুফরে আকবার, যা উক্ত ব্যক্তিকে দ্বীনে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এসব ব্যক্তিকে ভোট দেয়াও মূলত তাদের কুফরী কর্মে অংশগ্রহণ। কিন্তু অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা, তাবীল ইত্যাদির কারণে, যারা সংসদীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে একজন সাংসদকে শরীয়াহ বিরোধী আইন

প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে, তাদের কাজটি কুফরী হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাদেরকে ঢালাওভাবে তাকফীর করি না, যেমনটা বর্তমান খারেজী মতাদর্শের কিছু লোক করে থাকে।

একইভাবে কেউ যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইশতেহার দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় সংসদ সদস্য পদ লাভ করে, তাহলে তার এই 'তাবীলে'র কারণে তাকে আমরা তাকফীর করি না। যদিও সংসদ সদস্য পদ লাভ করার মতো কুফরি কাজে অংশ গ্রহণের জন্য আমরা তার এই তাবীলকে শরীয়তের আলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করি না।

- আমরা "যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের মনে করে না, সে নিজেই কাফের" কথাটাকে শুধুমাত্র ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ও এরকম অন্যান্য অকাট্য কাফেরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি। মতভেদপূর্ণ কাফের বা যাদের কুফর অস্পষ্ট তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি না। যেমন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে আমরা মুরতাদ মনে করলেও কোন আলেম দালিলিক শুবহা-সংশয়ের কারণে কিংবা কোন মুসলমান ইলমের স্বল্পতা, অস্পষ্টতা কিংবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে তাদের মুরতাদ মনে না করলে, আমরা সেই ব্যক্তিকে কাফের মনে করি না।

বর্তমান খারেজী মতাদর্শের অনুসারী: আমাদের অবস্থান

- তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি অবলম্বনকারী খারেজী মতাদর্শের অনুসারী 'আইএস' থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করি। আমরা তাদের কথিত খিলাফতের স্বীকৃতি দিই না এবং তাকে বৈধ খিলাফত মনে করি না।

- তবে তাদের তাকফীরি নীতির কারণে আমরা তাদেরকে কাফের মনে করি না; যতক্ষণ না তাদের মাঝে ঈমান ভঙ্গের অন্য কোনো কারণ পাওয়া যাবে।

- পশ্চিমা কুফফার, নুসাইরি বাশার আল-আসাদ, ইরান, রাশিয়া ও অন্যান্য কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি, যতক্ষণ তাতে শরীয়ত বহির্ভূত কিছু না পাওয়া যায়।

- আমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি না। তবে তারা আমাদের উপর কিংবা অন্যান্য মুসলমানের উপর আক্রমণ করলে, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং মুসলিম উম্মাহর খুন ঝরানো থেকে তাদেরকে নিবৃত করা জরুরী মনে করি।

শাসক

- মুসলমানদের ইমাম ও শাসক যদি মুসলিম হন এবং শরীয়াহ দ্বারা শাসন করেন, তাহলে তার আনুগত্য ওয়াজিব মনে করি এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাজায়েয মনে করি। একইভাবে মুসলিম শাসক যদি শরীয়াহ বিরোধী কোনো নির্দেশ দেন, তার সেই নির্দেশ পালন করাও নাজায়েয মনে করি।
- একই সাথে আমরা বিশ্বাস করি, কোন মুসলিম শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হয়ে যায়। এরপরও যদি জবরদস্তি ক্ষমতায় বসে থাকে, তাহলে তাকে অপসারণ করে শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকারী ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসক নিয়োগ দেয়া ফরয। এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে।

- আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ ও এ রকম অন্যান্য দেশের যে সকল শাসক শরীয়াহ্ পরিপন্থী আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, তারা কাফের ও মুরতাদ। কারণ, তারা-
    - আল্লাহ তাআলার 'তাওহীদুর-রুবূবিয়্যাহ্' প্রত্যাখ্যান করে নিজেদেরকে রবের আসনে সমাসীন করেছে। বিধান দানের যে অধিকার আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো নেই, তারা তা নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করেছে। অতএব তারা তাগুত। তাগুত কখনো মুসলিম হতে পারে না।
    - শরীয়তের পরিবর্তে মানব রচিত কুফরী আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছে এবং জনসাধারণের উপর তা চাপিয়ে দিয়েছে।
    - আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বাদ দিয়ে বিশ্বের তাগুত ও আইম্মায়ে কুফরদের কাছে বিচার প্রার্থনা করে।
    - প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, মুক্তচিন্তা ইত্যাদির মতো অসংখ্য কুফরী মতবাদকে গ্রহণ করেছে এবং এগুলো প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
    - এসব কুফরী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কাফেরদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।
- যারা কুফরভিত্তিক সরকার ব্যবস্থার অধীনে কাজ করে, ঢালাওভাবে আমরা তাদেরকে তাকফীর করি না- যা কিনা খারেজী মতাদর্শের 'মুকাফফিরাহ্' শ্রেণী করে থাকে। আমরা শুধুমাত্র তাদেরকেই তাকফীর করি, যাদের কর্মকাণ্ড কুফরে আকবারের মধ্যে পড়ে। যারা কুফরী শাসন ও কুফরী বিধি-বিধান প্রণয়ন, প্রবর্তনে লিপ্ত কিংবা যাদের মধ্যে অন্য কোন সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যাদের কর্মকাণ্ড এই শ্রেণীভুক্ত নয়, অন্য কোন কুফর না পাওয়া গেলে আমরা তাদের তাকফীর করি না। যেমন- মুরতাদ সরকারের বিদ্যুৎ, পানি বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইত্যাদির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আমরা তাকফীর করি না।
- মুরতাদ সরকারের সেনাবাহিনী, পুলিশ ও নৌবাহিনীসহ অন্য সকল সশস্ত্র বাহিনী এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরকে আমরা **طائفة مرتدة ممتنعة** (প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকারী মুরতাদ বাহিনী) হিসেবে দেখি। তারা এমন বাহিনী, যাদের প্রতিটি সদস্য কুফরী কর্মে লিপ্ত। একজন ব্যক্তি কুফরি কর্মে লিপ্ত হওয়ার পর সুনির্দিষ্টভাবে তার উপর রিদ্দাহর হুকুম প্রয়োগ করার জন্য তাকফীরের কোনো প্রতিবন্ধক আছে কি না, 'মুমতানিয়াহ' হওয়ার কারণে তা যাচাই করা যাচ্ছে না এবং প্রত্যেকের উপর সুনির্দিষ্টভাবে রিদ্দাহ'র হুকুম আরোপ করা যাচ্ছে না। কিন্তু তারা দলগত মুরতাদ এবং মুহারিব হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের মতই কিতাল করা হবে। যদিও তাদের অনেকের মাঝেই অজ্ঞতা (الجهل), তাবীল (التأويل) ইত্যাদির মত موانع التكفير তথা তাকফীরের প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনার কারণে, তা নিশ্চিত না হয়ে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের প্রতিটি সদস্যকে আমরা তাকফীর করি না।
  একইভাবে এসব বাহিনীর পরিবারের সদস্যদেরও আমরা তাকফীর করি না- যদি না তাদের থেকে সুস্পষ্ট কোন কুফর প্রকাশ পায়। তাদের রক্ত প্রবাহ করা কিংবা তাদের মাল গনীমত বানানো আমরা বৈধ মনে করি না।

গণতান্ত্রিক 'ইসলামী'(?) দলসমূহ

- গণতন্ত্র ও ইসলামের সমন্বয় কখনই সম্ভবপর নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম কায়েমের প্রচেষ্টা অবাস্তব, অসম্ভব।
- কোন কোন আলেমের ভুল ইজতেহাদ ও অগ্রহণযোগ্য ফতোয়ার কারণে অনেকে ইসলামের নামে নাপাক গণতন্ত্রের খপ্পরে পড়েছে। এ সমস্ত 'ইসলামী গণতান্ত্রিকদেরকে' তাদের তাবিল (নুসুসের ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল প্রয়োগ) বা বাস্তবতার

ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফরীতে জড়িত হবার পরও আমরা তাকফীর করি না। কিন্তু আমরা তাদেরকে ভুল পথের পথিক মনে করি এবং তাদের কাজকে হারাম মনে করি। গণতন্ত্রের ধোঁকা ও প্রতারণা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি। সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে তাদের বিপ্লবী চেতনাকে ইসলামী পন্থা ও জিহাদের পথে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।

শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠা

- আমরা বিশ্বাস করি, সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মুসলিমদের উপর ফরয। বিশেষভাবে সেসব ভূমিতে, যেখানে পূর্বে ইসলামের কর্তৃত্ব ছিল এবং ইসলামী শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরবর্তীতে কাফের মুরতাদদের দখলে চলে যায়।
- শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে, যে ভূখণ্ডে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, কূটনীতি, বিচার ব্যবস্থা, মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, নারী অধিকার, ইত্যাদির মতো মানব জীবনের সবকিছু ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত করা।
- মুসলিম জনসাধারণের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের। আমরা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য তালীম ও তারবিয়াহ, ইসলাহ ও তাযকিয়াহ, দাওয়াত ও নসীহাহ, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে তাদের দ্বীনের পথে আগ্রহী করতে চেষ্টা করি। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করত তাদেরকে পূর্ণ দ্বীনের উপর উঠাতে এবং জিহাদী কাফেলায় যুক্ত করতে সচেষ্ট থাকি।

জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহ

- মুরতাদ শাসকদের সরিয়ে আল্লাহ তা'আলার জমিনে তাঁর শরীয়াহ্ প্রতিষ্ঠা এবং আগ্রাসী কাফের কর্তৃক দখলকৃত মুসলিম ভূমিসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য, জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহকে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের উপর আমরা নামায রোযার মতোই ফরযে আইন মনে করি। বিষয়টি ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
- জিহাদ বলতে আমরা বুঝি- 'ই'লাউ কালিমাতিল্লাহ্' তথা যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিতাল বা যুদ্ধের জন্য জান-মাল কুরবান করা। একইভাবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও মওকূফ আলাইহি পর্যায়ের সকল কাজই জিহাদের অংশ।
- যারা বর্তমান যুগে জিহাদকে শুধু শাব্দিক অর্থে সীমাবদ্ধ করতে চায়; কলমের জিহাদ, পিতা-মাতার খেদমত কিংবা শরীয়তের অন্যান্য শাখা, যথা তালীম, তাযকিয়াহ, দাওয়াত ও তাবলীগ ইত্যাদির মাধ্যমে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র ফরিজা আদায় হয়ে যাবে বলে, তাদের এসব দাবীকে আমরা তাহরীফ মনে করি।
  আমরা বিশ্বাস করি, কোন ইনসাফকারীর ইনসাফ অথবা কোন জালিমের জুলুম এই জিহাদকে বন্ধ করতে পারবে না। কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদাই একটি হক জামাত হকের উপর জিহাদ চালিয়ে যাবে।
- একইভাবে খলিফা কিংবা শাসকের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা যাবে না বলে যারা দাবী করে, তাদের এই দাবীকেও আমরা বিভ্রান্তি মনে করি, শরীয়তে যার কোন ভিত্তি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফে সালেহীনের কেউ জিহাদের ব্যাপারে এ রকম কোন শর্ত আরোপ করেননি। এটা আল্লাহর বিধানে নেই, এমন বিষয়কে শর্ত হিসাবে জুড়ে দিয়ে আল্লাহর বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।

- একইভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্র থাকতে হবে বলে যারা দাবী করে, তাদের এই দাবীও আমরা ভ্রান্ত মনে করি, যার কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামসহ সালাফে সালেহীনের কেউ জিহাদের ব্যাপারে এ রকম কোন শর্ত আরোপ করেননি। এটিও আল্লাহর বিধানে নেই, এমন বিষয়কে শর্ত হিসাবে জুড়ে দিয়ে আল্লাহর বিধানকে অকার্যকর করার নামান্তর।
- একইভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য মুজাহিদদের সংখ্যা বা সামরিক সরঞ্জাম শত্রুর অর্ধেক হওয়াকে যারা জিহাদের নতুন শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়, তাও আমরা ভ্রান্ত ও বাতিল মনে করি।

ফিকহের ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি

- ফিকহের ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি হল, যার যার মাজহাব-মাসলাকে থেকে আঞ্চলিক হক্কানী ও নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের অনুসরণ।
- আমাদের কাছে শরয়ী দলীল হল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের নির্ভরযোগ্য কিয়াস।
- সম্মানিত চার ইমাম– ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহিমাহুমুল্লাহ) এবং অন্য সকল মুজতাহিদ ইমামকে আমরা যথাযোগ্য সম্মান করি এবং তাঁদেরকে ভালোবাসি। তাঁদেরকে নিজেদের সালাফ মনে করি এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করি।
- মুজতাহিদ ইমামগণ কোন ইজতিহাদি মাসআলায় যদি ভুল করে থাকেন, তবুও তিনি তাঁর ইজতিহাদের প্রতিদান পাবেন। তবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কুরআন সুন্নাহ'র আলোকে তাঁদের কোন ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলে, আমরা তা অনুসরণ করি না। এক্ষেত্রে তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান বজায় রেখে কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি অনুসরণ করি এবং কুরআন সুন্নাহ উপেক্ষা করে অন্ধভাবে মুজতাহিদের এমন ভুল আঁকড়ে রাখাকে বিভ্রান্তি মনে করি।
- ইজতিহাদি ভুলের কারণে যারা সম্মানিত ইমামদের সমালোচনা করে, অভিযুক্ত করে, বিরূপ মন্তব্য করে তাদের এ কাজের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তাদের এ কাজকে অপছন্দ করি।
- যথাযথ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও মুজতাহিদগণের অনুসরণ না করে যারা নিজেরাই ইজতিহাদ করে আমলের কথা বলে, আমরা তাদেরকে ভুল পথের পথিক মনে করি। একইভাবে যারা পরিপক্ক ইলমী যোগ্যতা না থাকা সত্বেও ফিকহ-ফতোয়ার উসূল ও বিজ্ঞ আলেমগণকে উপেক্ষা করে কোন মাসয়ালায় নিজ থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তাদের এ কর্মনীতিকেও আমরা ভুল মনে করি, চাই তা শাহওয়াত ও প্রবৃত্তির কারণে হোক বা তাদের ধারণা অনুযায়ী দলিলের কারণে হোক। এক্ষেত্রে বরং একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন সাধারণ স্তরের আলেমেরও দায়িত্ব হলো নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ আলেমদের অনুসরণ করা।

- একইভাবে, ইমামদের অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা অন্য ইমামগণের মতকে অসম্মান করে এবং ফিকহ-ফতোয়ার উসূলের ভিত্তিতে অন্য কোন মুজতাহিদ ইমামের মতামত গ্রহণ করার কারণে অন্যদের ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে, আমরা তাদের এ কাজও অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি মনে করি।
- ইজতেহাদী মতভিন্নতার কারণে আমরা কাউকে গুনাহগার ভাবি না এবং তার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করি না।

আমাদের মানহাজ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাদের খালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্বে নিয়ে আসা এবং তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার জমিনে তাঁর বিধান ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।
- নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফেরদের জুলুম থেকে রক্ষা করা। তাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনা।
- মুসলিমদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করা। কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলিমদেরকে মুক্ত করা।
- মুসলিমদের ভূমিগুলোর প্রতিরক্ষা এবং কাফেরদের দখলকৃত ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করা।
- খিলাফাত আলা-মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ্ ফিরিয়ে আনা।
- এক কথায়, আমাদের মানহাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তা-ই, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরজ করেছেন এবং যে লক্ষ্য সামনে রেখে সকল নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) কাজ করেছেন। যে লক্ষ্য অর্জিত হলেই কেবল দ্বীনের সকল লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তা হচ্ছে, তাওহীদের পতাকা সমুন্নত করা, কুফরের পতাকা অবনত করা। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত করা। অন্য সকল দ্বীনের উপর আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে বিজয়ী করা।

জামাতবদ্ধ হওয়া

- বিশ্বব্যাপী শরীয়ত কায়েমের সার্বিক কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য জামাতবদ্ধ হওয়াকে আমরা ফরজ মনে করি। কেননা জামাতবদ্ধ হওয়া ব্যতীত একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্ণ শরীয়ত কায়েম করা সম্ভব নয়।
- উক্ত জামাত হতে হবে, দেশ, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা ও বর্ণ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদসহ সকল প্রকার জাহেলী **تعصب** (সাম্প্রদায়িকতা, দলীয় গোঁড়ামি, অন্যায় পক্ষপাত) ও চিন্তা-চেতনা মুক্ত। নির্দিষ্ট এলাকার পরিবর্তে যাদের চিন্তা হবে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ। নির্দিষ্ট জাতি-গোষ্ঠীর পরিবর্তে যাদের চিন্তা হবে সমগ্র উম্মাহ।
- আমরা এটাও মনে করি না যে, শুধু আমাদের জামাত হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর অন্য সকল জামাত বিভ্রান্ত। মুমিনদের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা ও পরস্পর সহযোগিতার সম্পর্ক আমাদের জামাতের সদস্য বা সমর্থক হওয়ার ভিত্তিতে নয়; বরং তার ভিত্তি ঈমান ও আমলে সালেহ। আমাদের প্রচেষ্টা- সকল মুমিনের জীবনে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং তাদেরকে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত করা।
- আমরা আমাদের জামাতকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখি না। বৈশ্বিক জিহাদের অংশ হওয়াকে জরুরী মনে করি। এজন্য আমরা নিজেদের মতো আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে কাজ করি না, বরং ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের অধীনে

আন্তর্জাতিক জিহাদি সংগঠন আল-কায়েদার অংশ হিসেবে কাজ করি। কারণ, বরকতময় এই ইমারাহ্ বহু বছর ধরে বৈশ্বিক জিহাদের অগ্রভাগে রয়েছে। কাজেই, এই ইমারাকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করা, আমরা আমাদের দায়িত্ব মনে করি এবং 'ইলমুস-সিয়ার' ও 'ইলমুল-জিহাদে' তাদের পাণ্ডিত্য ও বাস্তব ময়দানে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে কাজ করা আমরা নিরাপদ ও অধিক ফলপ্রসূ মনে করি।

- আমাদের জামাতের উমারা হবেন- নববী ইলমের অধিকারী, নবী-রাসূলগণের প্রকৃত উত্তরসূরী, আহলে হক্ক, যামানা সম্পর্কে বা-খবর ও বিচক্ষণ উলামায়ে কেরাম, যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর আলোকে জামাত পরিচালনা করবেন।
- আমরা সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা সর্বাবস্থায় জামাতের অধীনস্থদের জন্য উমারাদের আনুগত্য করাকে ফরয মনে করি; যতক্ষণ তা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী না হয়।
- আমাদের জামাতের আনুগত্য থেকে কোন ব্যক্তির বের হয়ে যাওয়াকে আমরা দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া মনে করি না। তবে আমরা তার জন্য আফসোস করি, আমাদের এই নেক কাজে পুনরায় শামিল হওয়ার জন্য তাকে আহ্বান করি এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করি।
- আমাদের বিশ্বাস, পরিপূর্ণ দ্বীন কায়েম এমন জামাআতের পক্ষেই সম্ভব, যে জামাআতের মাঝে নিম্নোক্ত গুণাবলীর সমন্বয় রয়েছে–
  - খণ্ডিত দ্বীন চর্চার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অনুসরণ।
  - ইখলাস ও একনিষ্ঠতা, শ্রবণ ও আনুগত্য, দাওয়াত, হিজরত ও জিহাদ।
  - অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আহলে ইলমের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা।
  - আল্লাহ তা'আলার প্রতি একান্ত ভালবাসা, মুমিনদের প্রতি সহানুভূতি; হোক সে অন্য মাযহাব, মাসলাক বা অন্য তানজিমের সদস্য, কাফেরদের প্রতি কঠোরতা।
  - সকল নিন্দুকের নিন্দা উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার পথে অবিচলতা।
- কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে যে ইখতিলাফ ও মতভেদ গ্রহণযোগ্য, তাতে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সকল মুসলিমের, বিশেষ করে মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে আবশ্যক মনে করি। এজন্য আমরা এ ধরনের মতভেদকে আপন জায়গায় সীমিত রেখে, শত্রুর মোকাবেলায় সকলকে জিহাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই, যে ঐক্য হবে **إفراط** (চরমপন্থা) ও **تفريط** (শিথিলতা) মুক্ত।

<u>দাওয়াতের উদ্দেশ্য</u>

- একজন মুমিনের সামনে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে তার কাছে যামানার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী দ্বীনের তাক্বাজা ও চাহিদাগুলো পরিষ্কার করে দেয়া। বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কুফর-শিরক মুক্ত তাওহীদ ও এক আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। তাদের মাঝে হারিয়ে যাওয়া জিহাদি চেতনা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ধারণা, দ্বীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব তৈরি করা। ধীরে ধীরে তাকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অনুসারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের একনিষ্ঠ সাহায্যকারী সৈনিক বানানো।

<u>দাওয়াতের বিষয়বস্তু</u>

- ঈমান ও তাওহীদ-শিরক থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ইজমালী ধারণা দেয়া।
- বিশেষ করে সময়ের প্রেক্ষাপটের কারণে একথা পরিষ্কার করে দেয়া যে, আল্লাহই সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক এবং তিনিই একমাত্র আইন ও বিধানদাতা। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই এবং পারস্পরিক বিবাদমান সকল বিষয়ে তাঁর আইন ও বিধান গ্রহণ করা ঈমান ও তাওহীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ওয়ালা-বারার হারিয়ে যাওয়া আক্বীদা ফিরিয়ে আনা। উম্মাহ'র অংশ হতে পারার গৌরব ও গর্ববোধ পুনর্জীবিত করা। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। বিশ্বের সকল মুসলিম যে একটি দেহের ন্যায় তা হৃদয়ঙ্গম করানো।
- ফেতনা ও অজ্ঞতার এই যুগে যথাযথভাবে দ্বীন পালনের জন্য সঠিক ইলম চর্চা এবং দ্বীনের অনির্ভরযোগ্য উৎসের পরিবর্তে 'ইতিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ' তথা কুরআন-সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং আহলে হক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার গুরুত্ব তুলে ধরা। উলামায়ে-সূ' তথা জ্ঞানপাপী নামধারী আলেমদের হাকীকত ও স্বরূপ উন্মোচন করা। তাদের ধোঁকা সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদের থেকে এবং যেসব মিডিয়া তাদের গোমরাহি ছড়ায়, সেগুলো থেকে মানুষকে দূরে রাখা।
- গণতন্ত্রের নোংরা ও দুর্বিষহ পরিণতি এবং তার বিপরীতে শরীয়তের সৌন্দর্য ও সুফল তাদেরকে বুঝানো। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শরীয়াহ্-ভিত্তিক খিলাফাহ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আকাশ-পাতাল পার্থক্য তাদের সামনে তুলে ধরা।
- জাতীয়তাবাদের ধোঁকা ও প্রতারণা, স্বরূপ ও অসারতা উন্মোচন করা। এই জাতীয়তাবাদ যে মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে কুফরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, মুসলিম উম্মাহকে শোচনীয় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা তাদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া।
- উম্মাহকে জায়নবাদী-ক্রুসেডারদের চক্রান্ত ও শত্রুতা সম্পর্কে সতর্ক করে তোলা। মুসলিমদের মাঝে ফুরূয়ী ইখতিলাফ বা শাখাগত বিষয়ের মতপার্থক্য বেশি আলোচনা না করে, কুরআন ও সুন্নাহ, তথ্য ও দৃষ্টান্তের আলোকে সাময়িক বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি এবং কাফেরদের শত্রুতা ও দুশমনির দিকগুলো তুলে ধরা।
- আমেরিকা, ইসরাইল, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, চীন ও ভারতসহ অন্য সকল কুফরী শক্তি বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন করেছে এবং করে চলেছে, সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ও তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তার ঘটনা-পরিক্রমা তুলে ধরা। অধিকাংশ মুসলিম দেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও যে এক্ষেত্রে মুসলিমদের পরিবর্তে কাফেরদেরই সহযোগী; এরা যে মুসলিমদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষাকারী নয়, বরং তাদের রক্তপিয়াসি; তথ্য প্রমাণের আলোকে তা তাদের সামনে পরিষ্কার করে তোলা। তাদের রিদ্দাহ (মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি) বাস্তবতা ও শরয়ী দলীল প্রমাণের আলোকে স্পষ্ট করে তোলা।
- মুরতাদ শাসকদের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ'র ঈমানী চেতনা এবং এবিষয়ে তাদের করণীয় ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা।
- মজলুম মুসলিমদের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করা। মজলুম মুসলিমদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য মুজাহিদগণ যে আল্লাহ'র রাহে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করছেন, তা স্পষ্ট করা। যাতে মুসলিমরা বুঝতে পারে, কে তাদের প্রকৃত বন্ধু আর কে তাদের শত্রু।

- ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ এবং জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দাজ্জালী মিডিয়ার অপপ্রচার, প্রোপাগাণ্ডা ও চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচন করা।

ই'দাদ (প্রস্তুতি)

- বর্তমানে প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। এই ফরয আঞ্জাম দেয়ার জন্য সামরিক প্রস্তুতিসহ অন্য যত প্রস্তুতি প্রয়োজন, সামর্থ্য অনুপাতে প্রত্যেক মুসলমানের উপর তা ফরয।
- তাই দ্বীন কায়েমের এ কাফেলাকে সামরিক ও অন্যান্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সাধ্য অনুযায়ী পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে হবে; অবহেলা করা যাবে না।
- প্রাথমিক অবস্থায় সামরিক ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা, সাবধানতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের প্রধান শত্রু ও সামরিক লক্ষ্যবস্তু

সামরিক নীতি ও রণকৌশল হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রধান শত্রু ও ধারাবাহিক টার্গেট হল-

১. আমাদের প্রধান ও প্রথম টার্গেট ঐসব আয়িম্মাতুল কুফর, যারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা হল- আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেনসহ সকল পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং তাদের জোট ন্যাটো। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা তাদের স্বার্থে আঘাত হানাকে আমাদের সবচেয়ে অগ্রগণ্য দায়িত্ব মনে করি। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে তাদের স্বার্থে আঘাত হানতে আমরা প্রস্তুতি নেই।

২. পশ্চিমা জায়নবাদী ক্রুসেডার জোট ও আইম্মাতুল কুফরের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের টার্গেট, যারা এই অঞ্চলের মুসলমানদের উপর জুলুম করছে, উম্মতের জান-মালের উপর আক্রমণ করছে। যেমন ভারতের জালেম সরকার, যার সাথে আমেরিকা ও ইসরাইলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিন দিন গভীর হচ্ছে; যে সরকার কাশ্মীর, ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর জুলুম করছে এবং উপমহাদেশে মুসলমানদের উপর ইসলাম বিদ্বেষী নীতি চাপিয়ে দিচ্ছে। একইভাবে বার্মা সরকার, যারা মুসলমানদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে সেসকল স্থানীয় জালিম মুরতাদ বাহিনী, যারা সাধারণ মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালায়, তাদেরকে হত্যা করে, বিনা অপরাধে কারাবন্দী করে, তাদের ইজ্জত সম্মান লুণ্ঠন করে। তবে সাময়িক পরিস্থিতিতে হেকমতে আমলীর দাবিতে এদের ক্ষেত্রে সংঘাত এদের জুলুম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা এবং এটা অবশ্যই পরিষ্কার করে দেয়া যে, তাদের সাথে এই সংঘাতের কারণ, তাদের জুলুম এবং তাদের কাফের প্রভুদের তাবেদারী। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম-বিদ্বেষ ও মুসলমানদের জুলুম নির্যাতনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মুরতাদরা সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছায় পরিচালিত নয়, বরং আইম্মাতুল কুফর দ্বারা পরিচালিত। এখন সমগ্র বিশ্বের কুফরী শক্তি একই সূত্রে গাঁথা। তাই এদের পেছনের মূল চালিকা-শক্তিতে আঘাত হানাই দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দাবী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: শত্রুর ব্যাপারে আমাদের উপরোক্ত মানহাজ একটি আন্তর্জাতিক ও সামগ্রিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। তবে যে সমস্ত স্থানীয় কাফের-মুরতাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করে, দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা করে (তাদের

উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হোক) বা যারা দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয়, তাদেরকে হত্যা করাও আমরা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করি।

হিজরত

- আমাদের সামরিক পরিকল্পনার একটি দিক হল, অন্য রিবাত ও কিতালের ভূমিতে হিজরত। তবে হিজরতকেই আমরা আমাদের একমাত্র সামরিক পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা করি না।
- "এ ভূখণ্ডের সকল মুজাহিদ অন্য কোন ভূখণ্ডে গিয়ে জিহাদ করবে" এমন পরিকল্পনাকে আমরা অবাস্তব মনে করি।
- আমরা মনে করি, কয়েক ক্ষেত্রে অন্য ভূখণ্ডে হিজরত করতে হবে–
  - বৈশ্বিক জিহাদের সম্মানিত আমীরগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কিছু মুজাহিদকে হিজরতের আহ্বান করেন।
  - কোথাও যদি মুসলিমরা কাফেরদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, তাদের সাহায্যকারী না থাকে- সেক্ষেত্রে পরামর্শ করে আমাদের কিছু মুজাহিদ ভাইকে আমরা সেখানে পাঠাতে আগ্রহী।
  - কিছু ভাইয়ের উন্নত প্রশিক্ষণ, জিহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন এবং দক্ষ কমান্ডার ভাইদের থেকে সরাসরি কাজ শিখে আসার জন্য।

সামরিক ক্ষেত্রে আমাদের কতিপয় মূলনীতি

- ই'দাদ বা প্রস্তুতির মারহালাগুলো সবরের সাথে অতিক্রম করা। একটি সামগ্রিক লড়াই শুরুর পূর্বে অভিজ্ঞ মুজাহিদ আমীরগণ যেসব শর্ত আরোপ করেন তা পূর্ণ করা।
- মুসলমান দেশের স্থানীয় মুরতাদ প্রশাসনের সাথে সশস্ত্র সংঘাত যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া। কখনো ঘটে গেলে মিটিয়ে ফেলার সুযোগ থাকলে মিটিয়ে ফেলা, যাতে কুফরের নেতা, যথা- আমেরিকা, ইসরায়েল ও ভারতকে সামরিক লক্ষ্য বানানো যায় এবং আ'ম দাওয়াতী কাজ করা যায়। কারণ, আ'ম মুসলমানদেরকে জিহাদের সমর্থক হিসেবে রাখা জরুরী। একটি মুসলিম ভূমিতে মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে কিতাল শুরু করার আগে আ'ম মুসলমানদের সামনে পরিষ্কার করা প্রয়োজন– কেন কিতাল হচ্ছে? মুজাহিদরা কি চায়?
- শত্রু-পরিবারের যে সমস্ত নারী, শিশু ও বৃদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়, তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- মুসলিমদের বাজার, মসজিদ ও জনসমাগমস্থলে বোমা বিস্ফোরণ বা এমন আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।
- মুসলিম দাবীদার যেসব কাফের ফিরকার সদস্যদের হত্যা করা শরীয়তে বৈধ, যেমন ইসমাইলী ও নুসাইরী শিয়া বা কাদিয়ানী ইত্যাদি, তাদেরকে সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকলে হত্যা না করা; বরং আপাতত আমাদের শক্তি ঐ তাগুতদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা, যাদের কারণে এসব ফিরকা টিকে আছে।

- উলামায়ে সূ'দের (عُلَمَاءُ سُوء) বিরুদ্ধে আমাদের কার্যক্রম, তাদের ভ্রান্ত যুক্তিগুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খণ্ডন করা এবং তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ না নেয়া, যতক্ষণ না তারা আমাদের বিরুদ্ধে সামরিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়।

অন্যান্য জিহাদী সংগঠন

- আলহামদুলিল্লাহ এ দেশে একাধিক জিহাদী সংগঠন পূর্বেও কাজ করেছে, বর্তমানেও করছে। এ দেশের মাটিতে জিহাদের দাওয়াত ও ই'দাদের ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে বিশেষ অবদান। আমরা তাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।
- জিহাদের পথের পথিক সকল জিহাদী কাফেলার সাথে সুসম্পর্ক রেখে আমরা আগে বাড়তে চাই। সকলের সাথে সব ধরনের ভুল বুঝাবুঝি ও দূরত্ব সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি, যদিও এর জন্য কখনো কখনো আমাদের অধিকারে ছাড় দিতে হয়।
- যে সমস্ত জিহাদী কাফেলা তানজীম কায়েদাতুল জিহাদের স্ট্র্যাটেজী ও কর্মপদ্ধতির সাথে সহমত পোষণ করবেন এবং তা মেনে নেবেন, তাদের জন্য তানজীমের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত।
- যে সমস্ত কাফেলা আন্তর্জাতিক জিহাদি আমীরদের আক্বীদা মানহাজ অনুসরণ করে না, তাদের ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা হল- আমরা ধীরে ধীরে তাদের সঠিক আক্বীদা-মানহাজ বুঝানোর চেষ্টা করি। তাদের সামনে আন্তর্জাতিক আমীরদের আক্বীদা-মানহাজ সম্পৃক্ত মূলনীতিগুলো পেশ করার চেষ্টা করি, যাতে আমাদের সকলের জিহাদকে আমরা একটি পরিষ্কার আক্বীদা-মানহাজের উপর দাঁড় করাতে পারি।

বাইতুল মাল

- জানের পরেই জিহাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাধিক প্রয়োজন, তা হল, মাল ও অর্থ-সম্পদ। তাই আমরা মুসলিম ভাইদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করি।
- মুসলিমদের অর্থ-সম্পদ আমাদের হাতে একটি বিরাট আমানত। আমরা তা সংরক্ষণের সর্বাত্মক চেষ্টা করি। বাইতুল মালের প্রতিটি পয়সার হেফাজত করা এবং তার হিসাব রক্ষা করাকে আমরা আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব মনে করি।
- বাইতুল মালের অর্থ আমরা এতিমের সম্পদের মত দেখি; যেমনটা কুরআন মজীদে বলা হয়েছে –

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"আর সে সম্পদ এই ভেবে অপচয়ের সাথে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেল না যে, পাছে তারা বড় হয়ে যায়। আর (ইয়াতিমদের অভিভাবকদের মধ্যে) যে নিজে সচ্ছল, সে তো নিজেকে (ইয়াতিমের সম্পদ খাওয়া থেকে) সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখবে। আর যে অভাবগ্রস্ত, সে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় (তা থেকে) খেতে পারবে।" (সূরা নিসাঃ ৬)

হে সম্মানিত ভাই!

✓ এই আমাদের আক্বীদা ও মানহাজ, যার ভিত্তিতে আমরা সমবেত হয়েছি।

✓ এই আমাদের আক্বীদা ও মানহাজ, যা আমরা অনুসরণ করি এবং যার আলোকে দ্বীনের পথে অগ্রসর হই।

✓ এই আমাদের আক্বীদা ও মানহাজ, যার কথা আমরা অন্য মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইদের বলি।

এসো কাফেলাবদ্ধ হই; তাওহীদ ও জিহাদের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হই।

اللهم اغفر لكل من سعى فيه ولآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم وارفع درجاتهم.

হে আল্লাহ! এ আমলে যে এতটুকুও অংশগ্রহণ করেছেন; তাদেরকে এবং তাদের সকলের মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান সকলকে ক্ষমা কর এবং তাদের দরজা বুলন্দ কর!